গণিতপরিক্রমা ২৬শ খণ্ড ২০১৬ পৃ. ৫৭-৫৯

স্মৃতিতে ভাস্বর ড. শ ম আ হক

মো. আকতার উজ জামান

কার্যনির্বাহী সদস্য
বাংলাদেশ গণিত সমিতি

১৯৭৪-৭৫ সেশনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগের দ্বিতীয় ব্যাচ সেমিস্টার সিস্টেমের ছাত্র ছিলাম। ১৯৮১ সালের ১০ সেপ্টেম্বর আমাদের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ও বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. শ ম আজিজুল হক স্যারের বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান। ছাত্র সংসদের কোন প্রকার রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল না। কিন্তু আমি ছেলেবেলা থেকেই সংগঠন করি। সে ধারাবাহিকতায় নিজ হাতে গুটি কয়েক ছাত্র নিয়ে ছাত্র সংসদের আহ্বায়ক হয়ে ছাত্রছাত্রীদের নেতৃত্ব দেওয়ার চিন্ড়া-ভাবনা করেছিলাম। এবং বাস্ড়বে রূপ দিয়েছি। ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে অবস্থিত ছাত্র নির্দেশক ও পরামর্শদাতা প্রফেসর কে. আলী স্যারের পরামর্শে ছাত্র-শিক্ষক সুসম্পর্ক রেখে ছাত্রছাত্রীদের মঙ্গল কামনা করে নেতৃত্ব দিয়েছি এবং সঠিকভাবে সকলের সহযোগিতায় ছাত্রনেতার স্বীকৃতি পেলাম। ছাত্রনেতা হিসেবে ১৯৮০-৮১ সালে ডাকসু নির্বাচনে বিজ্ঞান মিলনায়তনের গণিতের ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া ব্যতিত অতিরিক্ত কোন প্রকার কাজে উৎসাহবোধ করতো না এবং গণিত বিভাগে কোন প্রকার ছাত্র রাজনীতির চর্চা হতো না বললেই চলে।

যাই হোক এরই মধ্যে একটি কথা মনে পড়ে গেল। ১৯৮০ সনের কথা। ড. রমজান আলী সরদার স্যারের ক্লাস চলছিল। এমন সময় এনেক্স বিল্ডিং এর করিডোরে একদল ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন শে-াগানসহ কিছু দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য সকল ছাত্রছাত্রীকে মিছিলে যোগদানের আহ্বান জানাচ্ছিল। সে মুহূর্তে ড. রমজান আলী স্যার আমার চেহারা হাবভাব দেখে বুঝে ফেললেন আমি ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে মিছিলে যোগ দেওয়ার চিন্ড়া-ভাবনা করছিলাম। তখন স্যার আমাকে বললেন বাবা আকতার-উজ-জামান তুমি বাবা একটু ক্লাস থেকে বেরিয়ে বলে দাও আমাদের মিছিলসহ দাবি আদায়ের প্রয়োজন নেই। আমরা গণিতবিদরা ঘরে বসেই লক্ষ লক্ষ টাকা পয়সা রোজগার করতে পারি। আমাদের চাকুরির তেমন প্রয়োজন নেই। সেই কথাটি বর্তমানে উপলব্ধি করছি যে, গণিত ডিগ্রিধারীরা স্বাধীনভাবে গণিত কোচিং সেন্টার অথবা কোচিং করে খুব ভাল একটা হালাল রুজি করতে পারে। বর্তমানে সেই গ-ানি আংশিক মুছে গেছে। এখন গণিতবিদরা বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসে যোগদান করছে। দেশে উপযুক্ত চাকুরির সন্ধান না পেলেও তারা বর্তমান সমাজে সকলের সাথে মিলেমিশে আর্থিক উপার্জনসহ সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এ ধরনের উদাহরণ

আমার অনেক আছে। গণিতবিদরা কখনও রিটায়ার্ড হয় না। শুধু সাময়িকভাবে টায়ার্ড হয়ে থাকেন। আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন প্রবীণ শিক্ষক ছিলেন জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, রাশভারী, গুরুগম্ভীর প্রকৃতির ও কম কথা বলা স্বভাবের ড. শ ম আজিজুল হক।

স্যারকে দেখেছি স্বল্পভাষী, জ্ঞানী, নীতিবান আদর্শ শিক্ষক। সময়ের প্রতি যথেষ্ট সচেতন। স্যারকে বেশি সময় দেখার সুযোগ পাইনি। দেখেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বড় মার্সেডিজ বেঞ্চ গাড়ি নিজ হাতে ড্রাইভ করে সকালে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আসতেন। শুনেছি স্যার কখনও আড্ডাবাজ লোক ছিলেন না অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাবে যেতে পারতেন না। সর্বদা কোন একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ড় থাকতেন। বই লিখতেন। জীবন বীমা করপোরেশনের একজন চেয়ারম্যান ছিলেন। গণিত বিভাগে স্যারের বিদায় বেলায় ছাত্রনেতা হিসেবে ডায়াসে দাঁড়িয়ে দু-চারটি কথা বলার সুযোগ পেলাম (ছবি সংযুক্ত)। স্যার ছবিটা পেয়ে খুব অল্প সুরে বললেন দীর্ঘদিনের ছবি তুমি কিভাবে সংরক্ষণ করলে। যাই হোক স্যারকে পুরনো স্মৃতিটুকু উপহার দিতে পেরেছি বলে নিজেকে ধন্য মনে করছি। ২০০৮ সালের বরেণ্য বর্ষিয়ান গণিতবিদ সম্মাননা অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধাভাজন স্যারকে বাংলাদেশ গণিত সমিতির পক্ষ থেকে ক্রেস্ট উপহার দেওয়া হয় এবং সাথে ক্যামেরায় বন্দি স্যারের সেই স্মৃতিজড়িত বিদায়ের ছবিও দিলাম (৫১ পৃষ্ঠায় দেখুন)।

আমি যখন ছাত্র ছিলাম প্রফেসর ড. শ ম আজিজুল হক বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। শুনলাম তিনি বিদেশ চলে গেছেন। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কেন দেশের মায়া

ছেড়ে বিদেশ পাড়ি দিচ্ছেন তা অজানা রয়ে গেল। মনের ভিতরে এ নিয়ে তোলপাড় করছিল। বিদায় জানাতে তেজগাঁও এয়ারপোর্টে গেলাম। স্যার ছিলেন গুর"গম্ভীর। বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে স্যার কিছু উপদেশমূলক কথা বলেছিলেন। সেটা হল- জ্ঞানে গুণে পরিপূর্ণ হয়ে এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে হিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক রাজনীতি থেকে বিরত থাকার কথা বলেছিলেন। সে রাজনীতি বর্তমান সমাজে বিরাজ করছে। কিন্তু কিভাবে এ থেকে উত্তরণ হওয়া যায় সেটা আমাদের সকলের কাম্য।

প্রবীণ ও নবীন শিক্ষক যেমন (প্রফেসরস) শেখ সোহরাবুদ্দীন, খোশ মোহাম্মদ, দেলাওয়ার হোসেন, রজমান আলী সরদার, এ. এফ. এম. আবদুর রহমান, আ. ম. ম. শহীদুল□া, হাসনা বানু, শামসুল হক মোল-া, মোবারক হোসেন, শামসুল হক, আব্দুস সাত্তার, আইনুল ইসলাম, নুর"ল ইসলাম, ফাতেমা চৌধুরী, যোবেদা আখতার, সিরাজুল হক মিয়া, আব্দুর রহমান, ফরিদা বানু প্রমুখ শিক্ষকের উপদেশ সবসময় আমার কর্মময় জীবনে ন্যায়, নীতি, সততার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।